যুগান্তর

তারিখ 31 DEC 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ভরাডুবি : ইসির

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বর্জনের ঘোষণা দেন। বিএনপি ২শ' এবং জাতীয় পার্টি ১৭৪টি কেন্দ্রে অনিয়ম ও ভোট জালিয়াতির অভিযোগ করেছে। ফল ঘোষণার সময় নওগাঁ ডিসি অফিসে হামলা এবং ঠাকুরগাঁও ডিসি অফিস অবরুদ্ধ করে সরকারি দলের নেতাকর্মীরা। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের মতে, সেরা স্থানীয় সরকার নির্বাচন এটি। তবে মাঠের প্রধান বিরোধী দল বিএনপির অভিযোগ সরকারের নীলনকশায় আরেকটি প্রহসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো।

বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ, গুলি বিনিময়, বোমা বিস্ফোরণ, কেন্দ্র দখলের চেষ্টা ও অনিয়মের অভিযোগ এলেও আইনশৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। বুধবার রাতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী রকিবউদ্দীন আহমেদ এক সংবাদ সম্মেলনে দাবি করেন, দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে। এর আগে ভোট গ্রহণ চলাকালে নির্বাচন কমিশনার মো. আবু হাফিজ সাংবাদিকদের বলেন, অধিকাংশ এলাকায় নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হয়েছে। তিনি বলেন, প্রধান দুই দলের পাল্টাপাল্টি অভিযোগের চেয়ে আইনশৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখাটাকেই তারা বড় হিসাবে দেখছেন। আবু হাফিজ বলেন, 'আমরা কোনো অভিযোগ পাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

জানুয়ারিতে টানা তিন মাসের সহিংস অবরোধ কর্মসূচির পর গণতান্ত্রিক ধারায় ফিরে বিএনপি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ওই নির্বাচনে ৫ জানুয়ারির পুনরাবৃত্তি হওয়ায় ভোটের দিন দুপুরে পিছুটান দেয় দলটি। তারা ভোট বর্জন করে। তাই ৫ জানুয়ারির একতরফা জাতীয় সংসদ নির্বাচন, উপজেলা পরিষদ এবং ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের পর গণতান্ত্রিক ধারায় উত্তরণে দেশবাসী নির্বাচন কমিশনের কাছে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন প্রত্যাশা করেছিল। প্রথমবারের মতো দলীয় প্রতীকে অনুষ্ঠিত এ স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে ব্যাপক প্রত্যাশা ছিল ভোটারদের মধ্যে। কিন্তু সে প্রত্যাশা অনুযায়ী ভোট কেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি দেখা যায়নি।

মাঠের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি দলীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করেছে, কারচুপির মহোৎসবে ছিল আওয়ামী লীগ। প্রশাসনের ছত্রছায়ায় এই কারচুপি হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, সরকারের নীলনকশা অনুযায়ী আরেকটি প্রহসনের নির্বাচন হয়ে গেল। পৌরসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এতদিন আশংকা করেছিলাম প্রহসনের একটা নির্বাচন হতে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সেই আশংকাই সত্য হয়েছে।

তিনি অভিযোগ করেন, সরকার রাষ্ট্রযন্ত্রগুলোকে নির্বাচনে তাদের পক্ষে ব্যবহার করল।

বুধবার সন্ধ্যায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এক সংবাদ সম্মেলনে দলটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ দাবি করেছেন, এ যাবৎকালে অনুষ্ঠিত সব ধরনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনের মধ্যে দলীয় প্রতীকের প্রথম পৌর নির্বাচন সবচেয়ে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে। তার মতে, পৌরসভায় নিশ্চিত পরাজয় জেনে নির্বাচনকে বিতর্কিত করার জন্য বিএনপি অনিয়মের অভিযোগ করছে।

আইজিপি একেএম শহীদুল হকও দাবি করেছেন নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হয়েছে। বুধবার তিনি যুগান্তরকে বলেন, সারা দেশে অনুষ্ঠিত পৌর নির্বাচন উৎসবমুখর, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করতে আইনশৃংখলা বাহিনীর সদস্যরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া বুধবার সারা দেশে পৌর নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ছিল। সহিংসতা ঠেকাতে অনেক স্থানে আইনশৃংখলা বাহিনীর সদস্যরা লাঠিচার্জ ও ফাঁকা গুলি ছুড়েছেন। আইনশৃংখলা বাহিনীর তৎপরতার কারণে বড় ধরনের অঘটন ঘটেনি দাবি করে আইজিপি বলেন, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী আইনশৃংখলা বাহিনী কাজ করেছে।

এদিকে যুগান্তরের ব্যুরো অফিস, জেলা ও উপজেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ থেকে জানা গেছে, বুধবার ভোটের সময় বরগুনায় যৌথবাহিনীর সঙ্গে ভোটারদের সংঘর্ষে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থীসহ ৪ জন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। মুন্সীগঞ্জ পৌরসভা ভোট কেন্দ্রে গুলির ঘটনায় সাংবাদিকসহ আহত হয়েছেন ১০ জন। কুমিল্লার লাকসামে ভোট দিতে বাধা দেয়া হয়েছে। এখানে অস্ত্রসহ আটক করা হয় ৫ যুবককে। ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌরসভার দুধসর কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ শুরুর আগে অবৈধভাবে ব্যালট পেপারে সিল মারার অভিযোগে ৩শ' ব্যালট পেপার বাতিল করা হয়েছে। হবিগঞ্জে ৪টি কেন্দ্রে সংঘর্ষ, গুলিবর্ষণ, জোরপূর্বক সিল মারা, শেরপুরের শ্রীবরদীতে ককটেল বিস্ফোরণ, সৈয়দপুর ও রামগতিতে ব্যালট বাক্স ছিনতাই, নলছিটিতে বিএনপির এজেন্টকে মারধর, টাঙ্গাইলের ভুয়াপুরে স্বতন্ত্র প্রার্থীর ওপর হামলা এবং মাটিরাঙ্গায় মেয়র প্রার্থী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। চাঁদপুরের মতলবে দুই প্রার্থীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। কালকিনিতে ভোট কেন্দ্রের পাশ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বিপুল পরিমাণ দেশীয় অস্ত্র। সিরাজগঞ্জে সাংবাদিকদের মারধর এবং ক্যামেরা কেড়ে নেয়ার ঘটনা ঘটেছে।

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ২০ রাজনৈতিক দল : কমিশনের তথ্য মতে, নির্বাচনে ১৯টি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এর মধ্যে আওয়ামী লীগের ২২৭ জন, বিএনপি ২২৩ জন, জাতীয় পার্টির ৭৪ জন, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদের ২১ জন, ন্যাশনাল পিপলস পার্টির ১৭ জন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ৫৭ জন, ওয়ার্কার্স পার্টির ৮ জন, জাতীয় পার্টির (জেপি) ৬ জন, কমিউনিস্ট পার্টির ৪ জন, খেলাফত মজলিসের ৪ জন, ইসলামী ফ্রন্টের ৩ জন এবং লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি, বিকল্পধারা বাংলাদেশ, প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল (পিডিপি), তরিকত ফেডারেশন, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ, ইসলামী ঐক্যজোট, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ও খেলাফত মজলিসের একজন করে প্রার্থী রয়েছেন। সংশ্লিষ্টরা জানান, নির্বাচনে ২৮৫ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছেন। ইসিতে নিবন্ধন স্থগিত থাকায় জামায়াত নেতারা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়ছেন। এছাড়া আওয়ামী লীগের ৯৮ জন ও বিএনপির ৩৮ জন বিদ্রোহী প্রার্থীও নির্বাচনে সক্রিয়।